দামুড়হুদায় আলুর বাম্পার ফলন, দাম না থাকায় কৃষকেরা শঙ্কিত

দামুড়হুদায় আলুর লক্ষমাত্রা অর্জন হলেও আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় কৃষকরা শঙ্কিত। চলতি মৌসুমে খাদ্যে উদ্বৃত্ত দামুড়হুদা উপজেলাতে আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। উপজেলাতে আবহাওয়ার বৈরী আচরণ ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ না হওয়ায় ফলন ভালো হয়েছে বলে জানা গেছে।
এ বছরে আলুর ফলন ভালো হলেও কৃষকের মুখে হাসি নেই। বাজারে আলুর দাম না থাকায় কৃষক সমাজ শঙ্কিত। চড়াদামে বীজ, সার কিনে আলু লাগিয়ে কৃষকের খরচের টাকা তুলতেও খাচ্ছেন হিমসিম।
গত বছর ফলন ভালো না হওয়ায় বছর জুড়ে আলুর দাম ছিল বেশ চড়া। তবে অধিক লাভের আশায় দামুড়হুদা উপজেলার কৃষকরা ব্যাপকভাবে আলু চাষে ঝুঁকে পড়েন। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে যায়, এ উপজেলাতে গত বছরে ৩৯০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করা হয়। সে তুলনায় এবার লক্ষমাত্রা ধরা হয় ৩৯০ হেক্টর, চলতি মৌসুমে লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে অর্জন করা হয় ৪৭৯ হেক্টর জমির আলু। উপজেলাতে এবার ৫ জাতের আলু চাষ করেছেন বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। এবারে আলু উৎপাদন মৌসুমে আলুর তেমন কোনো রোগ-বালাই লক্ষ্য করা যাননি, গাছও হয়েছে চমৎকার, বিঘা প্রতি জমিতে আলু উৎপাদন হয়েছে ৯০-১২০ মন । উপজেলা সদরের কৃষক ফকির জানান, আমি প্রায় ৩ বিঘা জমিতে আলু লাগিয়ে ছিলাম, ফলনো ভালো হয়েছে। তবে আলুর বাজার মূল্য খুব কম। প্রতি মণ আলু পাইকারি বিক্রয় হচ্ছে ৩০০-৪০০ টাকা। খুচরা কেজি বিক্রয় করা হচ্ছে ১০-১৫ টাকা দরে।
অপর আর এক কৃষক জানান, সার ও বীজসহ অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতিবিঘা জমিতে আলু লাগাতে খরচ হয়েছে ২০-২৫ হাজার টাকার মতো।
উপজেলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন- এবার দামুড়হুদা উপজেলার কৃষকরা অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষে কষ্ট করে আলু চাষ করেছেন, তবে সে তুলনায় আলুর বাজারে দাম অনেক নিন্ম হওয়াতে কৃষকরা হতাশায় রযেছেন। কৃষক এবারের আলু চাষে ক্ষতিতে থাকবেন।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান বলেন চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আলুতে তেমন কোনো রোগ বালাই হয়নি। ফলে আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে, তবে বাজারে আলুর দাম পড়ে যাওয়ায় কৃষকরা আলুতে এবার বেশি লাভবান হবেন না। দাম কম হলেও ফলন বেশি হওয়াতে পুষিয়ে যাবে। তবে হিমাগার গুলিতে নির্দেশনা মেনে

ঠিক সময়ে পুষ্ট আলু মজুদ করতে পারলে আগামীতে আলুর দাম পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবারে আলুর যা ফলন হয়েছে, তাতে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন বলেছেন, আমরা উন্নয়নে বিশ্বাস করি, দেশেন উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি।
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে উন্নয়ন হয়। উন্নয়ন করতে হলে ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন যা আমরা কাজ করে দেখিয়েছি। এলজিইডির রুরাল কমিউনিটি ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্টের অধিনে আজ হাউসপুর থেকে বেলগাছি, খাসকররা হয়ে সরোজ গঞ্জ জিসি পর্যন্ত ১৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫০ হাহার টাকা ব্যয়ে ১৮ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হল। পর্যায় ক্রমে আলমডাঙ্গার প্রত্যেক ইউনিয়নেটর রস্তা নির্মাণ করা হবে। আমরা চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় যে উন্নয়ন করেছি তা কোন সরকারের আমলে করতে পারেনি।
তিনি বলেন, আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি পালন করতে যাচ্ছি। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন সুখী সমৃদ্ধ শীল, ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত একটি সোনার বাংলার। কিন্ত উনি বাস্তবে রুপ দিয়ে যেতে পারেন নি। তার কন্যা জননেন্ত্রী শেখ হাসিনা করে দেখিয়েছেন।
আলমডাঙ্গা ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলি, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল, চুয়াডাঙ্গা সাবেক মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়াদ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, ওসি আলমগীর কবির, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুল আলি মাস্টার, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা

ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাইমেন হাসান জোয়াদ্দার অনিক, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজি মারজাহান নিতু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, ক্রীড়া সম্পাদক মহিদুল ইসলাম মহিদ, প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবলু, সাধারণ সম্পাদক মোজাহেদুর রহমান জোয়াদ্দার লোটাস, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হকসহ ডাউকি ইউনিন আওয়ামী লীগের সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামসহ সকল নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার, আটক-২

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে নিখোঁজ হওয়ার ২৮ দিন পরে পুকুর থেকে মমতাজ বেগম (৫৫) নামের এক নারীর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার বিকালের দিকে মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের দক্ষিণ কাটদহ এলাকার একটি পুকুর থেকে এ মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মমতাজ বেগম ওই এলাকার মৃত ফজল বিশ্বাসের স্ত্রী। এ ঘটনায় হত্যার দায়ে মমতাজ বেগমের ছেলে মুন্না (২৮) ও দক্ষিণকাটদহ এলাকার ইয়াসিনের ছেলে রাব্বিকে আটক করে পুলিশ।
পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ এসে পুকুর থেকে বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম সান্টু জানান, তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং স্বামী ফজল বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে ছোট ছেলে মুন্নাকে নিয়ে বসবাস করতেন মমতাজ বেগম। ২৮ দিন ধরে মুন্নার মা মমতাজ বেগম নিখোঁজ ছিলেন।
কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, হত্যার কারণ সম্পর্কে এখনো তেমন কিছু জানা যায়নি, পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

একজন মানবিক করোনাযোদ্ধা কুষ্টিয়ার আসাদুল ইসলাম

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে করোনা পজিটিভ আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিয়ে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করে যাওয়া এক যুবকের নাম মো: আসাদুল ইসলাম। কুষ্টিয়ায় গড়ে ওঠা বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র সনো হসপিটাল’র সিনিয়র ব্রাদার পোস্ট হিসেবে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।
আসাদুল ইসলাম করোনাকালীন বিভিন্ন জায়গায় করোনা রোগীদের চিকিৎসা ঔষধ পথ্য সেবা দিয়ে এসেছেন। চিকিৎসকের নির্দেশে তিনি এসব রোগীদের সেবার জন্য এ পর্যন্ত ৭৫ জন রোগীদের সেবা দিয়েছেন তিনি। তারা সবাই সুস্থ্য হয়ে উঠেছেন।
এ কাজে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তারপরেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষের সেবায়। এখন পর্যন্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।
তবে তার এই সেবার বিষয়ে তিনি বলেন, আমি মানুষের সেবায় কাজ করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই করোনাকালীন আবার করোনা ভাইরাস পজিটিভ মানুষকে সেবা করার মতো কঠিনতম কাজও আমি করেছি। আর এই কাজের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির। কোন কিছু পাওয়ার আশায় নয়, একেবারেই মানবিকতার বোধ থেকে আমি তাদের পাশে ছিলাম। সুস্থ্য করার জন্য দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের সেবা করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও সেবা করবো। অক্সিজেন দেওয়াসহ বিভিন্ন ঔষধ খাওয়ানো এবং সেবা দিয়ে আসা ছিলো তার দায়িত্ব।
সরাসরি করোনা রোগীর সেবার ব্যাপারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনায় আক্রান্ত হলে মানুষ যে কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার নির্মম উদাহরণ ছিলাম আমি। আমার নিজেরও করোনা হয়েছিলো। তখন আমার প্রতিবেশী আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছিলো। সে সময় আমি ছাদে পোষাক নাড়তে গেলে আমাকে নিষেধ করা হতো। আমাকে বন্দী থাকতে বলা হতো। করোনার থেকে মানুষিক যন্ত্রণাটা আমাকে কুঁরেকুঁরে

খাচ্ছিলো।
পরে আমি সুস্থ্য হয়ে এই করোনা রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। কুষ্টিয়ার অনেক করোনায় আক্রান্ত অসুস্থ্য রোগীর বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস দিতাম। রোগীর দেখভাল করা, ঔষধ খাওয়ানো, অক্সিজেন দেওয়া, অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজের মাপা, তাপমাত্রা মাপা, খাবার দেওয়া, শরীরে ইনজেকশন পুশ করাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া দায়িত্ব ছিলো আমার।
এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখতাম সেসব করোনা রোগীরা কত অসহায়। পরিবার পরিজনরা কাছে আসতে চায় না। দূরে দূরে থাকে। খাবার দিতে চাইনা। ওয়ান টাইম প্লেটে ও গ্লাসে পানি পান করতে দিতো তাদের। এসব কষ্ট আমাকে কষ্ট দেয়।
মানুষের সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলার ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও এই বিপদের সময় করোনায় আক্রান্ত মানুষের সেবায় আমি কেবল দায়িত্ব পালন করেছি।
তিনি বলেন আমি মানুষ হয়ে যদি মানুষের উপকারে না আসি তাহলে আমি কিসের মানুষ? যোগ করেন তিনি।
করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ্য হয়ে ওঠে কুষ্টিয়া শহরের ব্যবাসায়ী বাবু অজয় সুরেকা বলেন, করোনার সময়ে মানুষের চিকিৎসা সেব দিতে ভয় পাচ্ছিলেন অনেক চিকিৎসক। সেখানে আসাদুল সত্যি তার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমি নিজেও আক্রান্ত ছিলাম। খুব ভয় পেয়েছিলাম সে সময়। তিনিই আমার পাশে এসেছিলেন। আমার ঔষধ থেকে শুরু করে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমাকে সেবা সহযোগীতা করছে। এতে করে তার কোন বিশেষ চাহিদাও ছিলো না। যদি সত্যিকারের করোনা যোদ্ধা হিসেবে কেউ থাকে তাহলেই এই আসাদুলের নামই আগে আসবে। নারী বাতায়নের সভাপতি সাফিনা আনজুম জনী বলেন, আমরা করোনাকালীন ফাইন্ড এ ফরচুন ও নারী বাতায়ন সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম করতে গিয়েও করোনা রুগীদের সেবার জন্য এই আসাদুল ইসলামের স্বরব উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি। তিনি নিজেই ছুটে গেছেন জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় করোনার রোগীদের বাড়ি বাড়ি সেবা করার জন্য। সত্যি সে মানবিক কাজ করেছে এই সময় পর্যন্ত।
কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির বলেন, সত্যি আসাদুল ইসলাম ব্রাদার হলেও তিনি এ করোনাকালীন সময়ে অনেক রোগীকে সেবা করেছে। তর জন্য আমাদের হাসপাতালের অনেক চাপ কমেছিলো।

কুষ্টিয়ায় কসমেটিকসের গোডাউনে আগুন, কোটি টাকার ক্ষতি

কুষ্টিয়া শহরের বড়বাজারে একটি কসমেটিকসের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের মোট চারটি দল কাজ করেছে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের বড়বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সরু গলি সড়ক আর পানি স্বল্পতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। গুদামে গ্যাস লাইট, লাইটার, বডি স্প্রেসহ বিভিন্ন কসমেটিকস পণ্য ছিলো।
স্থানীয়রা জানান, তিন তলাবিশিষ্ট বড়বাজার মসজিদ মার্কেটের দুই তলায় জাহাঙ্গীর কসমেটিকস স্টোর নামক দোকানের গুদাম ঘরে এই আগুন লাগে। বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটের দিকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। নিচতলায় নিজের দোকানে বসে সিসি ক্যামেরার ভিডিও দেখে জাহাঙ্গীর আলম গুদামের আগুন টের পান। দ্রুত এসে তিনি ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেবার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু যত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধোঁয়া বাড়তে থাকে। কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক রফিকুল ইসলাম জানান, সরু গলি হওয়ায় দূরে গাড়ি রেখে তারা পাইপের মাধ্যমে পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। পানি শেষ হয়ে গেলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আশপাশে সহজে পানি পায়নি। খবর দেওয়া হয় কুষ্টিয়ার উপজেলাগুলোর ফায়ার সার্ভিস দলকে।
পরবর্তিতে আরও তিনটি ইউনিট এসে যোগ দেয়। তবে পানি যোগানে স্বল্পতা, সরু গলির সড়কে জায়গা না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে অনেক সময় লেগেছে। পরে ছাদ ভেঙ্গে সেখান দিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভেতরে ঢুকে পানি ও গ্যাস দিয়ে তিন ঘণ্টার প্রাণপণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে এখন পর্যন্ত তা জানা যায়নি। আগুন লাগার সময় গুদামে কেউ ছিল না বলে জানা গেছে। দোকানি জাহাঙ্গীর বলেন, তার গুদামে কোটি টাকার বেশি মালামাল ছিল।

আলমডাঙ্গায় কঠোর নিরাপত্তায় বিআরডিবির নির্বাচন, ৩৪ ভোটে রবিউল ইসলামের জয়

আলমডাঙ্গায় কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিআরডিবি সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন। নির্বাচনে মো: রবিউল ইসলাম বিজয়ী হয়েছেন।
এবারের নির্বাচনে মোট ৩জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করেন। প্রার্থীরা হলেন মোঃ রবিউল ইসলাম আনারস প্রতীক, মোঃ বিপ্লব হোসেন মাস্টার চেয়ার প্রতীক ও খন্দকার বজলুল করিম আম প্রতীক। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ থেকে এ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। দুপুর ২ টার মধ্যে সমিতির ৭৭ জন ভোটার ভোট প্রয়োগ করেন।
এ নির্বাচনে মোঃ রবিউল ইসলাম আনারস প্রতীক নিয়ে ৩৪ ভোট পেয়ে বিআরডিবির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি¦ মো: বিপ্লব হোসেন মাস্টার চেয়ার প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২৪ ভোট। এ ছাড়াও খন্দকার বজলুল করিম আম প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১৯ ভোট। এদিকে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নাসির উদ্দিন, সদস্য মোছাঃ রোকেয়া খাতুন, কাজী আব্দুল মোমেন। বিজয়ী প্রার্থী রবিউল ইসলাম তার প্রতিক্রীয়ায় বলেন, যারা আমাকে বিজয়ী করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও সাংবাদিকদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানায়।
উল্লেখ্য ইতোপূর্বে রবিউল ইসলাম ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আলমডাঙ্গা বিআরডিবির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নৌকা

প্রতীকের নির্বাচনী জনসভা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নৌকা প্রতীকের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে দুধসর ও ফুলহরি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে ভাটই বাজারে এ নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।
দুধসর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম সরোয়ারের সভাপতিত্বে ও ফুলহরি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জামিনুর রহমান বিপুল এর পরিচালনায় নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শৈলকুপা আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, সহ-সভাপতি মকবুল হোসেন, তৈয়ব আলী জোয়ার্দ্দার, জেলা বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. ইসমাইল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ জোয়াদ আলী বিশ্বাস, শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী শেফালী বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, উপ-প্রচার সম্পাদক এস এম সাহাবুদ্দিন সাবু, সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার, শৈলকুপা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামীম হোসেন মোল্ল্যা, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এ সময় বক্তারা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেয়ারম্যান পদে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শেফালী বেগমকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার আহবান জানান। উল্লেখ্য, গত ২০২০ সালের ৪ নভেম্বর শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান শিকদার মোশাররফ হোসেন সোনা মৃত্যুবরণ করেন। ফলে পদটি শূন্য হওয়ায় তার স্ত্রী শেফালী বেগম আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নৌকা প্রতীকে লড়ছেন।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে

চাউল ও ভিজিডির কার্ড বিতরণ

“শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুদা হবে নিরুদ্দেশ” এ স্লোগান কে সামনে রেখে
চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ৩নং কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে ২০২১-২০২২ ভিজিডি চক্রের উপকারভোগীর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় ৩০ কেজি (সরকারী সরবরাহকৃত বস্তায়) খাদ্য শষ্য হিসেবে চাউল ও ভিজিডির কার্ড বিতরণের উদ্বোধন করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ খলিলুর রহমান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সকল ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যবৃন্দ, ইউপি সচিব মোঃ মহিউদ্দীন, ইউপি হিসাব সহকারী কাঃ তপন কুমার, গ্রাম পুলিশসহ উপকারভোগীরা।

জীবননগরে বিট পুলিশিং মতবিনিময় সভা

জীবননগর পৌর সভার লক্ষীপুর ব্রীজ মোড়ে বিট পুলিশিং মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মুন্সী আঃ সামাদের সভােপিতত্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাদক মুক্ত সমাজ গঠন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষায়ক বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল আবু রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ওসি(তদন্ত) ফৈরদৌস ওয়াহিদ, ওসি অপারেশন সুখেন্দু, জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত কমিশনার জামাল হোসেন খোকনসহ আওয়ামী লীগ নেতা লিটন খান, আঃ কুদ্দুস, যুবলীগ নেতা ছমির খান, কামরুল, ছাত্রলীগ নেতা সুজন, লাভলুসহ এলাকার দুই শতাধীক নারী পুরুষ।
উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এস আই নাসিরুল আলম।

[redacted]

[redacted]